# آيَاتُ الْحَرْقِ وَالْعَذَابِ

## জ্বালানো ও আযাবের আয়াতসমূহ

**সংকলন ও অনুবাদ: Raqi Hijbullah**

মোট ১৭টি অংশ · আরবি আয়াত ও সহজ বাংলা অর্থ

### ১ সূরা আল-বাকারা : ২৫৫ (আয়াতুল কুরসি)

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

﴿٢٥٥﴾

**অর্থ**

আল্লাহ — তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করে না, ঘুমও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? মানুষের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। তিনি যতটুকু চান তার বাইরে তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসি আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত, আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে একটুও ক্লান্ত করে না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহান।

**২** **সূরা আল-বাকারা : ২৬৬**

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

﴿٢٦٦﴾

**অর্থ**

তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান থাকবে, যার নিচ দিয়ে নদী বয়ে যায় এবং তাতে তার জন্য সব রকম ফল থাকবে; তারপর সে বৃদ্ধ হয়ে যাবে, তার ছোট ছোট দুর্বল সন্তান থাকবে — এমন সময় আগুনভরা এক ঘূর্ণিঝড় এসে বাগানটি পুড়িয়ে দেবে? এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনগুলো স্পষ্ট করে বলেন, যাতে তোমরা চিন্তা করো।

**৩** **সূরা আলে ইমরান : ১০**

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾

**অর্থ**

নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে, আল্লাহর (শাস্তির) মোকাবিলায় তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তাদের কোনো কাজে আসবে না। আর তারাই হবে জাহান্নামের জ্বালানি।

**৪** **সূরা আলে ইমরান : ১১৬**

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

**অর্থ**

নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে, আল্লাহর (শাস্তির) মোকাবিলায় তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তাদের কোনো কাজে আসবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

**৫** **সূরা আলে ইমরান : ১৮১**

لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا
وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾

**অর্থ**

আল্লাহ অবশ্যই তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে: “আল্লাহ গরিব আর আমরা ধনী।” তারা যা বলেছে এবং অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করেছে, তা আমি লিখে রাখব। আর আমি বলব: “জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির স্বাদ নাও।”

**৬** **সূরা আন-নিসা : ৫৬**

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

**অর্থ**

যারা আমার আয়াতগুলো অস্বীকার করেছে, আমি অবশ্যই তাদের আগুনে প্রবেশ করাব। যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে, আমি তার বদলে নতুন চামড়া দেব, যাতে তারা শাস্তির স্বাদ ভোগ করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

**৭** **সূরা আল-মায়িদা : ৩৭**

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾

**অর্থ**

তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা সেখান থেকে কখনো বের হতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

**৮** **সূরা আল-আন'আম : ১২৮**

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

**অর্থ**

যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন (এবং বলবেন): “হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা তো অনেক মানুষকে (পথভ্রষ্ট করে) নিজেদের দলে টেনেছিলে।” আর মানুষের মধ্যে তাদের বন্ধুরা বলবে: “হে আমাদের রব! আমরা একে অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি, আর আপনি আমাদের জন্য যে সময় ঠিক করেছিলেন, আমরা সেখানে পৌঁছে গেছি।” আল্লাহ বলবেন: “আগুনই তোমাদের ঠিকানা, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে — তবে আল্লাহ যা চান।” নিশ্চয়ই তোমার রব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

**৯** **সূরা আল-আনফাল : ৫০**

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾

**অর্থ**

তুমি যদি দেখতে, যখন ফেরেশতারা কাফিরদের প্রাণ বের করে নেয় — তারা তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করে (আর বলে): “জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির স্বাদ নাও।”

**১০** **সূরা ইবরাহিম : ১৫–১৭**

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

**অর্থ**

নবীরা (আল্লাহর কাছে) বিজয় চাইলেন, আর প্রত্যেক উদ্ধত, সত্যবিরোধী লোক ব্যর্থ হলো। তার সামনে রয়েছে জাহান্নাম, আর তাকে পান করানো হবে পুঁজমিশ্রিত পানি। সে তা ঢোক ঢোক করে গিলবে, কিন্তু সহজে গলা দিয়ে নামাতে পারবে না। চারদিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আসবে, অথচ সে মরবে না। আর তার সামনে রয়েছে আরও কঠিন শাস্তি।

**১১** **সূরা ইবরাহিম : ৪৯–৫০**

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾

**অর্থ**

সেদিন তুমি অপরাধীদের দেখবে শিকলে একসাথে বাঁধা অবস্থায়। তাদের জামা হবে আলকাতরার, আর আগুন তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে।

**১২** **সূরা আল-হিজর : ১৬–১৮**

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

**অর্থ**

আমি আকাশে অনেক নক্ষত্রপুঞ্জ বানিয়েছি এবং দর্শকদের জন্য তা সুন্দর করে সাজিয়েছি। আর প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে তা সুরক্ষিত রেখেছি। তবে কেউ চুরি করে (ফেরেশতাদের কথা) শুনতে চাইলে, একটি উজ্জ্বল জ্বলন্ত উল্কা তার পিছু ধাওয়া করে।

**১৩** **সূরা আল-কাহফ : ২৯**

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

**অর্থ**

বলো: “সত্য এসেছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক।” আমি জালিমদের জন্য এমন আগুন তৈরি রেখেছি, যার দেয়াল তাদের ঘিরে রাখবে। তারা পানি চাইলে তাদের দেওয়া হবে গলিত ধাতুর মতো পানি, যা তাদের মুখ ঝলসে দেবে। কত নিকৃষ্ট সেই পানীয়, আর কত খারাপ সেই আশ্রয়স্থল!

**১৪** **সূরা মারইয়াম : ৪**

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾

**অর্থ**

(জাকারিয়া) বললেন: “হে আমার রব! আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে, আর বার্ধক্যে মাথার চুল সাদা হয়ে জ্বলজ্বল করছে। হে আমার রব! আপনার কাছে দোয়া করে আমি কখনো নিরাশ হইনি।”

**১৫** **সূরা ত্বা-হা : ৯৭**

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

**অর্থ**

(মূসা সামেরিকে) বললেন: “দূর হও! এই জীবনে তোমার শাস্তি হলো, তুমি বলতে থাকবে: ‘আমাকে কেউ ছুঁয়ো না।’ আর তোমার জন্য একটি নির্ধারিত সময় আছে, যা কখনো টলবে না। তুমি তোমার সেই উপাস্যের দিকে তাকাও, যার পূজায় তুমি লেগে ছিলে — আমরা অবশ্যই সেটা পুড়িয়ে দেব, তারপর তার ছাই সাগরে ছড়িয়ে দেব।”

**১৬** **সূরা আল-আম্বিয়া : ৩৯**

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾

**অর্থ**

হায়! কাফিররা যদি জানত সেই সময়ের কথা, যখন তারা নিজেদের মুখ থেকেও আগুন ঠেকাতে পারবে না, পিঠ থেকেও না, আর কেউ তাদের সাহায্যও করবে না!

**১৭** **সূরা আল-আম্বিয়া : ৬৮**

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾

**অর্থ**

তারা বলল: “তাকে (ইবরাহিমকে) পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।”

---

বাংলা অর্থ সহজ ভাষায় ভাবানুবাদ। আরবি লেখা ছাপানো বা সংরক্ষণের আগে একটি মুসহাফের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার অনুরোধ রইল।